R. N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর
সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯০ সাল
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

পুলিশের হাতে ধরা পড়ল বাস লুঠের পুরো দলটিই

বিশেষ সংবাদদাতা : অবশেষে পুলিশের চিরুনী অভিযানে কাজ হয়েছে। ধরা পড়েছে সন্ন্যাসীডাঙ্গার কাছে যাত্রীবাহী বাসলুঠের সঙ্গে জড়িত প্রায় পুরো দলটিই। ২৮ জানুয়ারী ওই বাসটি রাত্রি ১০টা নাগাদ একদল সশস্ত্র ডাকাতের হাতে লুণ্ঠিত হয়। বুধবার পর্যন্ত এই ঘটনায় ১১ জন লুঠেরা রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে জঙ্গিপুর কলেজের একজন ছাত্রও রয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণীর ওই ছাত্রটির নাম ঝাটন আলি সেখ ওরফে মজিবুর রহমান। রয়েছে পুলিশের খাতায় কুখ্যাত মুকলেসুর রহমানের এক ছেলেও। পুলিশের কাছে সে নাকি স্বীকার করেছে, ডাকাতের পুরো দলটিকে সে নিজের লরিতে করে সেই রাতে সন্ন্যাসীডাঙ্গায় নামিয়ে দিয়ে এসেছিল এবং এর বিনিময়ে লুঠেরারা তাকে এক হাজার টাকাও দিয়েছিল। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ক্রাইমের জগতে একেবারেই নবাগত। এদের বয়স প্রায় সকলেরই ২৫ বছরের মধ্যে। এদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে বাসযাত্রীদের লুঠ হওয়া ৮টি হাতঘড়ি, কিছু শাল। পাওয়া গেছে একটি পাইপগান। পরে এদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ সোনাটিকুরি গ্রাম থেকে রুস্তম নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তার কাছে একটি দেশী রিভলবার এবং ৪ রাউণ্ড গুলিও পাওয়া যায় বলে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস আমাদের জানান। এই বাসলুঠের সঙ্গে জড়িত এখনও দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে পুলিশের আশা খুব শীগগির তারাও ধরা পড়বে। ধৃত ব্যক্তিদের জঙ্গিপুর আদালতে হাজির করা হলে সোমবারও কোনো আইনজীবী এদের স্বপক্ষে দাঁড়াননি। মহকুমা বিচারক সমস্ত আসামীকেই জেল হাজতে পাঠাবার নির্দেশ দেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন একাধিক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলেও পুলিশের সন্দেহ। পুলিশ সেইমত তদন্তও চালাচ্ছে। এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস বদলী হয়ে বর্ধমানে চলে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শহরবাসীর মনে স্বস্তি, ওসি'র বদলী চান না রঘুনাথগঞ্জের ৭০ ভাগ মানুষ

বিমান হাজরা : এতসব কাণ্ড, ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ সত্ত্বেও শহরের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষই রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি স্বদেশ সরকারের বদলী চান না। শুধু তাই নয়, ওই সমস্ত মানুষের অনেকেই মনে করেন মুর্শিদাবাদের অন্যান্য থানাগুলির চেয়ে রঘুনাথগঞ্জে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অনেকটাই ভাল। গত এক সপ্তাহ ধরে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এলাকার বিভিন্ন স্তরের ৪০ জন মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই থানা এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। এদের মধ্যে ৪ জন রাজনৈতিক কর্মী। অন্যান্যরা প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের বাইরের লোক। এদের মধ্যে রয়েছেন ৮ জন শিক্ষক, ৬ জন ব্যবসায়ী, ৪ জন চাকুরিজীবী, ৩ জন তরুণ এবং ১৫ জন সাধারণ গেরস্ত। গেরস্তদের মধ্যে ১০ জনই বিভিন্ন গ্রামের এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। এই সব মানুষজনের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে নেওয়া সাক্ষাৎকারে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এই নমুনা সমীক্ষায় ২৯ জনই বলেছেন তারা ওসি শ্রী সরকারের বদলীর সপক্ষে নন্। অবশিষ্ট ১১ জনের মধ্যে ৫ জন বদলী সম্পর্কে কোনো রকম মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। এবং তাঁদের মতে, অন্যান্য এলাকার মত রঘুনাথগঞ্জের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন কোনো অবনতি ঘটেনি। অবশিষ্ট ৬ জনের সকলেই অবশ্য শুধু ওসি'রই নয় রঘুনাথগঞ্জ থানার সর্বক্ষেত্রে রদবদল দাবী করেছেন। এঁদের মধ্যে ফ্রন্ট বহির্ভূত একটি বামদল এবং কংগ্রেসের এক নেতাও রয়েছেন। অবশ্য অন্য এক কংগ্রেস নেতা 'থানায় রদবদল করে কোনো লাভ নেই' বলে মন্তব্য করেছেন। এই নমুনা সমীক্ষায় একজন অঞ্চল প্রধানও রয়েছেন। তাঁর মতে, বিক্ষোভের পর পুলিশী তৎপরতা প্রশংসনীয়। তাঁর আশা এ রকম তৎপরতা বজায় রাখা হলে ভবিষ্যতে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি বন্ধে সুফল পাওয়া যাবে। তবে তিনি এই থানার অন্য এক অফিসারের কাজকর্মের সমালোচনা করে তাঁর বদলী দাবী করেছেন। গত কিছুদিনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার যে সমস্ত খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে তারই ভিত্তিতে আমরা এই সমীক্ষা চালায়। আমাদের প্রশ্ন ছিল মোটামুটি ভাবে ৩ টি। রঘুনাথগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ওসি'র বদলী (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর পুরসভায় পুনরায় অনাস্থা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় পুনরায় অনাস্থা আসছে। এ ব্যাপারে অনাস্থার সমর্থক কমিশনারদের মধ্যে সই-সাবুদও সম্পূর্ণ। জানা গেছে, ১৫ সদস্যের এই পুরসভায় ৯ জন কমিশনার অনাস্থার সপক্ষে স্বাক্ষর করেছেন। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আর এস পি'র ২ এবং সি পি আই-এর ১ জন কমিশনারও রয়েছেন। বাকীরা নির্দ্দলীয়। বর্তমানে এই পুরসভায় ক্ষমতায় রয়েছে সি পি এম। আগামী শনি বা সোমবার নাগাদ এই অনাস্থা নোটিশ এস ডি ও পি এম কাথিরেশনের কাছে জমা দেওয়া হবে বলে খবর মিলেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জঙ্গিপুর পুরসভায় অনাস্থা আসছে। ৮১ সালে পুরসভায় প্রথম বোর্ড গড়েন আর এস পি'র সমর্থনে নির্দ্দলীয়রা। ৩ নির্দ্দলের সমর্থন পেয়ে সি পি এম অনাস্থা এনে বোর্ড গড়েন এর বছর খানেক পরেই। ১৯ মাস ক্ষমতায় থাকার পর সি পি এম বোর্ডের বিরুদ্ধে এবারে অনাস্থা আনলেন নির্দ্দলীয়রা। এবারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একমাত্র সি পি আই সমর্থক সাধন সাধু, যিনি এতদিন সি পি এমের সঙ্গেই ছিলেন, এবারে সি পি এমের বিরুদ্ধে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাঁঝরাতে ফের বাস লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবিবার সন্ধ্যেরাতে আবার একটি যাত্রীবাহী বাস লুঠ হয়েছে সাগরদীঘি থানার সমসাবাদের কাছে গোপালদীঘিতে। ওই বাসে রঘুনাথগঞ্জের একজন দারোগাসহ জনকয় সাদা পোষাকের কনষ্টেবলও ছিলেন। লুঠেরারা তাদেরও প্রায় সর্বস্ব লুঠে নিয়েছে। লুঠেরাদের হাতে সাগরদীঘির কেষ্ট সাহা নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। ছুরিবিদ্ধ হয়ে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাসের এক কর্মীও আহত হয়ে সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। লুঠপাঠের ঘটনা ঘটে সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ বহরমপুর থেকে সাগরদীঘি হয়ে রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে। বাসটির নাম 'ডিসকো'। এই ঘটনায় এ পর্য্যন্ত ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জঙ্গিপুর আদালতে হাজির করা হলে আইনজীবীরা এদেরও জামিন নিতে অস্বীকার করেন। রঘুনাথগঞ্জে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বিদায়ী এস ডি পি ও সোমবার জানান, দুর্বৃত্তরা যাত্রী সেজে বাসে উঠেছিল। সমসাবাদের কাছে গোপালদীঘিতে তারা রুদ্রমূর্তি ধরে এবং যাত্রীদের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেয়। এমনকি বাসের টেপরেকর্ড, ক্যাসেটগুলিও তারা নিয়ে যায়। লুণ্ঠিত এক বাসযাত্রী জানান, (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এস ডি পি ও প্রমোশনে গেলেন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস বদলী হলেন। এ্যাডিশনাল এস পি পদে প্রমোশন পেয়ে শ্রীদাস গেলেন বর্ধমানে। তাঁর জায়গায় জঙ্গিপুরে আসার কথা কৃষ্ণনগর থেকে একজন ডি এস পি'র। যতদূর খবর, সম্ভবতঃ তিনি আসছেন না। সত্যবাবুর এই বদলী রুটিন মাফিক। তাঁর অবর্তমানে এখন দায়িত্বে রয়েছেন পুলিসের সার্কেল ইনসপেকটর।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯০ সাল

ঝঙ্কার

আমাদের পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত এবং বর্তমান প্রবন্ধ—এই দুইটিরই মূল সুর এক। পূর্বেরটি যে সুর তুলিয়াছে, বর্তমানটিতে তাহার ঝঙ্কার উঠিয়াছে। যে সব সুর উঠিয়াছে, তাহাতে এই অনুরণন স্বাভাবিক।

যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, তিনি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ট্রেন-বাস-রিক্সা কিংবা অন্য যানবাহনে কোথাও নিরাপদে যাইবেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। একক নহে, দলবদ্ধভাবেও গমনাগমন আজ বিপদজনক।

পথে যান-দুর্ঘটনার কথা লইয়া এ কথা হইতেছে না। যান্ত্রিক বিকলতা—সে নিয়তির ব্যাপার; যান-সংঘর্ষ—সে ত মনুষ্যকৃত। কথাটা আসিতেছে গাড়ীতে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে। এই নিরাপত্তা ক্রমে ক্রমে দুর্লভ হইতে চলিয়াছে। মানুষ সব সময় শঙ্কিত। কোন্ সময় বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে, বলা শক্ত।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কথা শুনা যায়। ভেজালের কল্যাণে বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া মৃত্যু ঘটে। এই দুর্বিপাক বিনা নোটিশের। নির্বিবাদে খাদ্য গ্রহণ করা হইল; মৃত্যু খাদককে আহ্বান করিল। বিনা নোটিশের বিপদ পথ দুর্ঘটনা। তেমনি বিনা নোটিশের আপদ গাড়ীতে ছিনতাই, ডাকাতির ক্রিয়াকলাপ। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত মনে চলিতেছেন ট্রেনে বা বাসে। দুর্বৃত্তের দল গাড়ীতে উঠিল, ছোরা, ভোজালি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি উঁচাইয়া যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইল। খুন-জখম করিল। গাড়ী হইতে নির্বিঘ্নে নামিয়া গেল। অসহায় যাত্রীরা কেহ কেহ গালে হাত দিলেন; কেহ বিলাপ করিলেন, কেহ কেহ শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাইতে লাগিলেন; কাহারও বা পরপারের ডাক আসিয়া গেল। যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হইলে মনে হয়, ঈশ্বরের অসীম করুণা। কিন্তু করুণার যে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতেছে! স্বগৃহেও ত কেহ নিরাপদ নহে। দরজা খুলাইয়া গৃহসামগ্রী তছনছ করিয়া যথাসর্বস্ব লওয়া হইতেছে, মারধোর চলিতেছে। হত্যা সংঘটিত হইতেছে। শিশুদের তুলিয়া লইয়া মুক্তিপণ দাবী করা হইতেছে, অনাদায়ে জঘন্য নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইতেছে। সব দিক দিয়া নাগরিক জীবন চরম বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

এই অঞ্চলে পর পর দুইটি বাস ছিনতাইয়ের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। আবার বাস ছিনতাই হইল। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসিবার সময় 'ডিস্কো' বাসটি সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সুকী সাগরদীঘির মধ্যে ছিনতাই হয়। প্রথাসিদ্ধ রীতিতে দুর্বৃত্তের দল বাসে উঠিয়া ছোরা প্রভৃতি উঁচাইয়া যথারীতি নির্বিঘ্নে লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিল। আহত করিল যাত্রীদের; টাকা-পয়সা-গহনা-ঘড়ি-কাপড়-চোপড় —নির্দ্বিধায় লইয়া চম্পট দিল।

বুঝা যাইতেছে যে, সমাজবিরোধীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থা কি তদনুপাতে শিথিল হইতেছে? এই দপ্তর কোন্ পথে চলিয়াছে তাহাও ত এক প্রশ্ন। শান্তিরক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা যদি স্বীয় কর্তব্যপালনে অসমর্থ হন, তবে তাঁহাদের সে বিভাগে থাকিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘুণ ধরা প্রশাসন লইয়া দেশ কতদিন চলিবে, সেও এক প্রশ্ন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির চতুর্থ দশক হইতে চলিল, শান্তিশৃঙ্খলা ও নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা বিধান আজিও সুনিশ্চিত হইল না। মানুষের নাজেহাল অবস্থা ক্রমবর্দ্ধমান। ইহা প্রত্যেককেই ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে খেলাধুলা

২৫ জানুয়ারী বালিয়ায় আঞ্চলিক গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেন।

১৫ জানুয়ারী বালিয়ায় গ্রাম-পঞ্চায়েতের বার্ষিক দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতায় নেতাজী সংঘ শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ৬টি গ্রামসভার ছেলেমেয়েরা এতে অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত করেন বেণীমাধব মৈত্র।

২৭ জানুয়ারী দফরপুরে আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কমল চট্টোপাধ্যায়।

৩০ জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ আয়োজিত ধুলিয়ান চক্রের প্রাথমিক নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমসেরগঞ্জ বিডিও অফিস মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) অজিতকুমার বসু, প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ধুলিয়ানের পৌরপিতা অমিয়কুমার রায়। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সমসেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও কমলকান্তি রায়।

ছিনতানিয়া ভাইরাস

দুর্মুখ

একটি বিশেষ ঘোষণা জনসাধারণ অবহিত হোক—সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ গোপন বিভাগ বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছেন যে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় 'ছিনতানিয়া' ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ঝিন্‌ঝিনিয়ার আক্রমণের তীব্রতা 'ছিন্‌তানিয়া'র কাছে শিশু মাত্র। সে কারণে জঙ্গিপুর পৌর শহরের সকলকে আমাদের পক্ষ হ'তে এ রোগের আক্রমণের পূর্বক্ষণ ও তা হ'তে আত্মরক্ষার কলাকৌশল অবহিত করানো হচ্ছে। এ রোগ হঠাৎ দ্রুতগামী যন্ত্রযানে, এমন কি ছোটখাটো যানেও যে কোন দিন সংক্রামিত হ'তে পারে। পথযাত্রীকে আক্রমণ এ রোগ সহজে করে না তবে একেবারেই করবে না এমন কথা বলা যায় না। এ রোগ সচরাচর ভাইরাস আক্রমণের ফলেই হয়ে থাকে। আক্রমণ ক্ষণ রাত্রির অন্ধকার, কিংবা প্রাগান্ধ প্রভাতী লগ্নেই হ'য়ে থাকে। জঙ্গিপুর শহরের আবহাওয়া পরীক্ষা করে আবহাওয়া তত্ত্ববিদগণ এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ শহরের বাতাস এই ভাইরাসের প্রাবল্যে বিশেষভাবে দূষিত হ'য়ে পড়েছে। একে 'জয়বাংলা' ভাইরাস বলাই উচিত। কেন না এই ভাইরাস পদ্মার অপর তীর হ'তে জলযোগে এসে শহর ও তার আশেপাশের বাতাসকে বিষময় করে তুলেছে। এ রোগে সচরাচর মৃত্যু ভয় নাই, তবে আক্রমণের তীব্রতার ফলে এতে দুর্বল ব্যক্তির মৃত্যুও হ'তে পারে। এই ভাইরাস এর এক অত্যাদ্ভুত শক্তিও আছে। এই ভাইরাস কারো দেহে অধিক ভাবে যদি বহন করানো হয় তা হলে তার স্বাস্থ্য সবল, মন দুঃসাহসিক ও সংসারে লক্ষ্মীশ্রীর প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্রই হ'লো সম্পূর্ণভাবে ভাইরাসকে দেহমনে গ্রহণ করা। সে ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নিয়মাবলী পালন স্বাস্থ্য ও সম্পদের পক্ষে অনুকুল। সেগুলি হচ্ছে রাত্রির অন্ধকারে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পদ্মাতীরে ভ্রমণ। ভিটামিন 'ব্লাক এম' গৃহে মজুত রাখা ও তা নিজ আত্মীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ। সেটুকু যার পক্ষে সম্ভব নয় তার উচিত শহরের সূর্য্যালোকের সভূমি সেবন। অর্থাৎ 'সূর্য্যমুখী' হয়ে তার যাতায়াত পথে তন্মুখী হয়ে সদা অবস্থান। সেভাবে সূর্য্যতন্ময়তা লাভ করতে হলে আক্রমণকারী ভাইরাস তার কাছেও ঘেঁষবে না। প্রাতঃ সন্ধ্যা গোপাল মন্ত্র জপ এ আক্রমণ প্রতিরোধের আর একটি প্রতিষেধক। এগুলি হলো স্বদেশীয় পরিকল্পনা। বিদেশীয় ভাইরাসকে দেহবন্দী করে তার আক্রমণ ক্ষমতা লুপ্ত করতে এমন পরিকল্পনা আর দেখা যায় না। গঙ্গাস্নানে বা প্রাতঃভ্রমণে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। বরং নিয়ত অন্ধকারে পদ্মাস্নান, সূর্য্যালোকে নিজেকে উদ্ভাসিত রাখা, ও খড়খড়ি নদীপ্রান্তের উত্তর খণ্ডের মাটির তিলকধারণ এই ভাইরাস প্রতিরোধে সক্ষম। এই ত্রাণমূলক স্বদেশীয় ভেষজ নিয়মাবলী ব্যবহার পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলে আমাদের ল্যাবোটারিতে প্রমাণিত হয়েছে। বরুণ অপেক্ষা বারুণী পান এ রোগের অধিক প্রতিষেধক। নতুবা বরুণ (জল) পানে কিংবা ভূত পিশাচী বিনাশী লোহাধারণে যতই চিত্ত বলশালী করুন এ ভাইরাসের আক্রমণরোধ করা যাবে না। কেন না ও পন্থা প্রাচীন। মূর্খ জরদ্গবরাই প্রাচীন তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী হয়। বর্তমান আধুনিক পন্থা, যে পন্থা পৌর শহরের অধিকাংশ জনমণ্ডলী এবং তাদের পরিচালক মণ্ডলী বিশ্বাস করেন তা হলো নব আবিষ্কৃত এই স্বদেশীয় পন্থা। এই আধুনিক পদ্ধতিতে অরুণ বরুণ কিরণমালার ঠাঁই নাই। এ পদ্ধতিতে সূর্য্যের আলোকে স্নান, চন্দ্রালোকে কবির মতো একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। অতএব হে পৌরবাসী যদি এই 'ছিনতানিয়া'র সংক্রামক শক্তির কাছে আত্মরক্ষা করতে হয় তবে স্বাস্থ্যদপ্তর ল্যাবোটারিতে পরিক্ষিত এই অমোঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

জায়গা বিক্রয়

হরিদাসনগরে অবস্থিত সুন্দর পরিবেশে বাসোপযোগী তিন কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। খোঁজ নিবার স্থান:

শ্রীসনৎ ব্যানার্জী, ফাঁসিতলা
শ্রীকালীচরণ ব্যানার্জী,
পোষ্ট মাষ্টার জঙ্গিপুর ব্যারেজ

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for the work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.
The tender documents will be on sale from 16. 2. 84 to 8. 3. 84 from 9-00 hrs to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Main Road Illumination at permanent township of FSTPP at Khejuriaghat. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 247/T-3/84.	4. 0 12 months	8,000/100	9. 3. 84 at 11 A. M.
2.	Telephone Network (phase-II) at Main plant area of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 716/T-4/84.	12. 0 12 months	24,000/100	10. 3. 84 at 11 A. M.
3.	Supply, Erection & commissioning of 1 (One) No. 40T/10T EOT Crane for MGR workshop at plant site of FSTPP. NIT. No. FS : 42 : CS : 718/T-5/84.	8 months	2% of the quoted value 100/-	19. 3. 84 at 11 A. M.
4.	Supply, Erection & commissioning of 1 (One) No. 15T EOT crane for MGR workshop at plant site of FSTPP. NIT. No FS : 42 : CS : 717/T-6/84.	6 months	2% of the quoted value 100/-	19. 3. 84 at 11 A. M.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.......................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. Bidders must have electrical contractors licence & supervisor's certificate for Sl. No. 1.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal

ধরা পড়ল পুরো দলটিই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গিয়েছেন। যাবার আগে সোমবার সকালে তিনি জানান, 'কান্দী মহকুমার নগরে ব্যবসার সূত্র ধরেই এই ডাকাত দলটি একত্রিত হয় এবং বাস লুঠের সিদ্ধান্ত নেয়।' বাস লুঠের ঘটনার কিনারায় গত দু'সপ্তাহ ধরে এস ডি পি ও এবং ওসি স্বদেশরঞ্জন সরকার ক্রিমিনালদের ঘাঁটিগুলিতে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। কয়েকজন কুখ্যাত ডাকাতকেও প্রথমে সন্দেহক্রমে ধরেন। পরে তাদেরই দেওয়া স্বীকারোক্তি ও খবরের ভিত্তিতে এই থানারই বাণীপুর গ্রাম সংলগ্ন একটি নতুন বস্তি থেকে আসল লুঠেরাদের ধরতে সক্ষম হন। রঘুনাথগঞ্জ শহর জুড়ে যখন এত হৈ চৈ, লুঠেরাদের ধরতে পুলিশের ছুটোছুটি ঠিক তখনই স্থানীয় পুলিশের সারকেল ইন্‌স্‌পেকটরের নির্লিপ্ত ভূমিকা মানুষজনকে হতবাক করেছে। গত ৩ সপ্তাহে শহরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এত সব কাণ্ড-কারখানা মোকাবিলায় তাঁকে কখনও দেখা যায়নি কেন সেটাই আশ্চর্যের। অনেকেই এ ঘটনাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন বলে জানা গেছে।

ওসি'র বদলী চান না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার কাজকর্ম সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বেশীর ভাগ বক্তাই সামগ্রিকভাবে পুলিশী প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। গ্রামের সাধারণ গেরস্তরা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি'র ব্যক্তিগত ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। অবশ্য ফ্রন্ট বিরোধী ১টি বামদল এবং ফ্রন্টের সমর্থক অন্য একটি দলের দুই নেতা ওসিকে 'সুচতুর' বলে মন্তব্য করেছেন। এই সমীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের পরিচয় অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। কারণ এর ফলে আশঙ্কা নানা ক্ষেত্রে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। আমরা যখন এই সমীক্ষা গ্রহণ করি তখন সন্ন্যাসীডাঙ্গায় বাস লুঠের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে। তাই সাক্ষাৎকারের সময় শহর ও গ্রামবাসীদের অনেকের মধ্যেই স্বস্তির নিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এদিকে গ্রামাঞ্চলের গেরস্তরা গ্রামে গ্রামে 'ভলেনটিয়ার্স' বাহিনী গড়ে তোলার জন্য পুলিশী সহযোগিতা আশা করেছেন। এক অঞ্চল প্রধান এ ব্যাপারে থানা পর্যায়ে একটি আলোচনা সভা ডাকার কথাও ভেবে দেখতে ওসি'র কাছে অনুরোধ রেখেছেন। ওই সভাই পঞ্চায়েত কর্মকর্তা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান জানাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কন্‌ভেনসন্

সংবাদদাতা: রবিবার রঘুনাথগঞ্জ সুপার মার্কেটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের চক্রান্ত বিরোধী এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস, ন্যায্য দামে জিনিষপত্র সরবরাহের দাবীতে একটি কন্‌ভেনসন্ অনুষ্ঠিত হয়। কন্‌ভেনসন্‌টির উদ্যোক্তা সি পি এম জঙ্গিপুর কমিটি। এই কন্‌ভেনসনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষণ দেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, বালক মুখার্জী, উদয় সিংহরায় প্রমুখ। বক্তারা বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

পুরসভায় অনাস্থা (১ম পৃঃ পর)

আনা অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই ভবিষ্যত বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন। চেয়ারম্যান হবেন হরিপ্রসাদ মুখার্জী। মোটামুটিভাবে এটাই স্থির হয়েছে বলে জানা গেছে।

সাঁঝরাতে ফের বাস লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লুঠেরাদের মধ্যে একজন ১২—১৩ বছরের ছেলেও ছিল। বাসযাত্রী কেষ্ট সাহা লুঠেরাদের একজনকে চিনতে পারলে ছুরি মেরে তার ১টি চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়। লুঠপাটের অব্যবহিত পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থেকে এস ডি পি ও ছুটে যান। আশপাশের গ্রামে ব্যাপক তল্লাসী চলে। এদিকে লুঠপাটের পরদিন স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কে প্রহরারত এক কনষ্টেবল দু'ব্যক্তিকে লুঠেরাদের দলের লোক বলে চিহ্নিত করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওই কনষ্টেবলটি লুণ্ঠিত বাসটির যাত্রী ছিলেন। ধৃত দু'জন ব্যাঙ্কে এসেছিল তাদের ব্যক্তিগত কাজে।

পরিদর্শকদের আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ: রাজ্যের বিদ্যালয় পরিদর্শকরা ১০ দফা সুনির্দিষ্ট দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে নেমেছেন। এই আন্দোলন চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। সার্কেল স্তর থেকে রাজ্য স্তরে ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন পরিচালনা করা হবে। তাদের দাবীগুলির মধ্যে বেতন কাঠামোতে বৈষম্যই প্রধান। আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে পে বয়কটও রয়েছে বলে রঘুনাথগঞ্জে পরিদর্শক সমিতির জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেডঅফিস: সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

ON N. I. T. No. 2 of 1983-84

(2ND CORRIGENDUM)

In continuation to this office no. 2227 (26) dt. 23-12-83 & 87(5)/31 dt. 20-1-84 regarding tender notice no. 2 of 1983-84, it is notified for all concerned that the last date of receipt of application for the tender form will be 27-2-84 upto 1.00 P. M. instead of 22-2-84 upto 1.00 P. M. and the last date for dropping of tenders will be 29-2-84 upto 3.00 P. M. instead of 24-2-84 upto 3.00 P. M.

Other terms and conditions remain unaltered.

Sd/—B. K. Dasgupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
Raghunathganj, Murshidabad.

ফোন: ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অচ্যুতম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।